দৈনিক বাংলা 005

তারিখ ... 05 AUG 1985 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 7 ...

সবচে বেশী মসজিদ রংপুরে

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশে এক লাখ ৩১ হাজার ৬৪১টি মসজিদ রয়েছে। প্রতি হাজার মুসলমানের জন্য প্রায় এক দশমিক ৭টি মসজিদ রয়েছে। শতকরা ৮৯টি মসজিদ হচ্ছে জমে মসজিদ। এসব মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ছাড়াও প্রতি শুক্রবার জুমার নামাজ আদায় করা হয়।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত দেশের প্রথম মসজিদ শুমারীতে এই তথ্য জানা যায়।

রোববার বাসসর এই খবরে বলা হয়, সর্বাধিক সংখ্যক মসজিদ রয়েছে রংপুর জেলায়। সারা দেশের মোট মসজিদের শতকরা ৯ ভাগ এই জেলাতে রয়েছে।

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

রংপুরে

(১ম পৃঃ পর)

সব থেকে কম অর্থাৎ শতকরা শূন্য দশমিক এক ভাগ মসজিদ রয়েছে। বান্দরবন জেলায়।

উল্লেখ্য পুরাতন জেলার ভিত্তিতে শুমারী পরিচালিত হয়।

শতকরা ৮৪ ভাগ মসজিদে প্রায় দশ মুসল্লীর স্থান সংকুলান হয় এবং ১৪ ভাগ মসজিদে দশ থেকে পাঁচশ মুসল্লীর স্থান সংকুলান হয়। প্রায় সাড়ে তিন হাজার মসজিদে পাঁচশর বেশী মুসল্লীর স্থান হয়। এর মধ্যে ঢাকা জেলাতে রয়েছে প্রায় সাতশ বড় মসজিদ। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম জেলা। কুষ্টিয়াতে বড় মসজিদ রয়েছে ৩২টি।

শুমারী রিপোর্টের একটি উল্লেখ্য বিষয় হচ্ছে ইমাম সাহেবদের শিক্ষাগত মান। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ২৩ হাজার ৮৩৩ জন ইমাম রয়েছেন। এদের মধ্যে ১৯ হাজারের বেশী ইমাম এসএসসির নিম্ন পর্যায়ের এবং তিন হাজারেরও বেশী ইমাম হচ্ছেন এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত। এছাড়া ৬৬৪ জন ইমাম হচ্ছেন ডিগ্রী বা তদূর্ধ্ব মানের শিক্ষায় শিক্ষিত। অন্যান্য ইমাম মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছেন।

শুমারী রিপোর্টের আরেকটি বৈশিষ্ট হচ্ছে মসজিদের স্থাপন কাল। দেশের মোট মসজিদের মধ্যে মাত্র শতকরা চার ভাগ মসজিদ দুশ বছরেরও বেশী কাল আগে স্থাপিত হয়েছে এবং শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ মসজিদ গত একশ বছরে নির্মিত হয়েছে।

দেশের স্বাধীনতা লাভের পর গত ১০ বছরে শতকরা প্রায় ১২ ভাগ অর্থাৎ ১৫ হাজার ৪৪২টি মসজিদ নির্মিত হয়েছে।

শতকরা ৫০ ভাগের বেশী ইমাম মাসে পঁচিশ টাকার কম পারিশ্রমিক পান এবং শতকরা ৩৭ ভাগের মাসিক আয় হচ্ছে পঁচিশ থেকে এক হাজার টাকার মধ্যে। অবশিষ্ট ইমামদের আয়ের স্তর হচ্ছে এক হাজার টাকার বেশী। শতকরা ২৫ ভাগ সর্বক্ষণিক ইমামতি করেন।